

# Contai Public School

## Recitation Competition for the Academic Session -2025- 26

Competition Date : 3<sup>rd</sup> May 2025

Group	Classes	Subject	
"A"	IV	Neddles and Pins //Shel Siluerstein হাঁপানির জাপানি ওষুধ // সলিল চৌধুরী সকালে উঠিয়া আমি // অচিন্ত্য সুরাল	Choose any one
"B"	V & VI	what a bird thought // Eleanor Farjeon কানকাটার ছড়া //সলিল চৌধুরী গাছকে বাঁচাও //রামচন্দ্র পাল	Choose any one
"C"	VII & VIII	Vision //Jessie B Rittenhouse	Choose any one
		মানুষ //সলিল চৌধুরী	
		দেশলাই কাঠি //সুকান্ত ভট্টাচার্য	
"D"	IX to XII	THE LIVING GOD //Swami vivekananda একগুচ্ছ চাবি //সলিল চৌধুরী যমুনাবতী //শঙ্খ ঘোষ	Choose any one

### Rules & Regulations

1. Interested students from classes IV to XII can participate in the competition.
2. The decisions of judges are final.
4. The above mentioned date is subject to change.

## Class IV, Group - A

### NEEDLES AND PINS

Needles and pins,  
Needles and pins,  
Sew me a sail  
To catch me the wind.

Sew me a sail  
Strong as the gale,  
Carpenter, bring out your  
Hammers and nails.

Hammers and nails,  
Hammers and nails,  
Build me a boat  
To go chasing the whales.

Chasing the whales,  
Sailing the blue,  
Find me a captain  
And sign me a crew.

Captain and crew,  
Captain and crew,  
Take me, oh take me  
To anywhere new.

---



## হাঁপানির জাপানি ওষুধ (ছড়া)

হামাগুচি সামুরাই নামকরা জাপানি  
রপ্তানী করত সে বোতলেতে চাপানি  
চাপানি এমনি পানি খেলে পরে হাঁপানি  
সেরে যাবে ঠিকই, তবে হবে হাড়-কাঁপানি  
কাঁপানি শুধু তো নয়, লাফানি ও ঝাঁপানি  
ফুঁপিয়ে কান্না পাবে, শুরু হবে ফোঁপানি  
একবার খেয়েছিল হরিমতি ধোপানি  
কাপড় কাচতে জলে কী নাকানি চোবানি!!  
ভেবে দেখো যদি কারও হয়ে থাকে হাঁপানি  
খাবে কি খাবে না সেই হামাগুচি চাপানি!!

“সকালে উঠিয়া আমি.....” /

অচিন্ত্য সুরাল

যদি কেউ গাছ কাটে, ধরে রাখে পাখি  
তাদের সঙ্গে আড়ি হবে পাকাপাকি ।  
কেউ যদি মারে সাপ, ব্যাঙ, চামচিকে  
খাঁচায় আটকে রাখে কাঠবিড়ালিকে  
ফুল যদি ছেঁড়ে কেউ, এমনি অযথা  
তাদের সঙ্গে আমি বলব না কথা ।

নোংরা করলে কেউ খাল-বিল-নদী  
পুকুর ভরাট কেউ করে ফেলে যদি  
কখনও চাই না যেতে সে-লোকের বাড়ি  
তাদের সঙ্গে আমি আড়ি-আড়ি-আড়ি ।

যারা দুখী মানুষের হাতে হাত রাখে  
আধোঘুমে আকাশের গায়ে ছবি আঁকে  
পাড়ার কুকুরটাকে খেতে দেয় রোজ  
বন্ধুরা কে কোথায় রাখে তার খোঁজ---

“সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি”,  
চিরকাল যেন তার পায়ে পায়ে চলি ।



What a bird thought -

Eleanor Farjeon

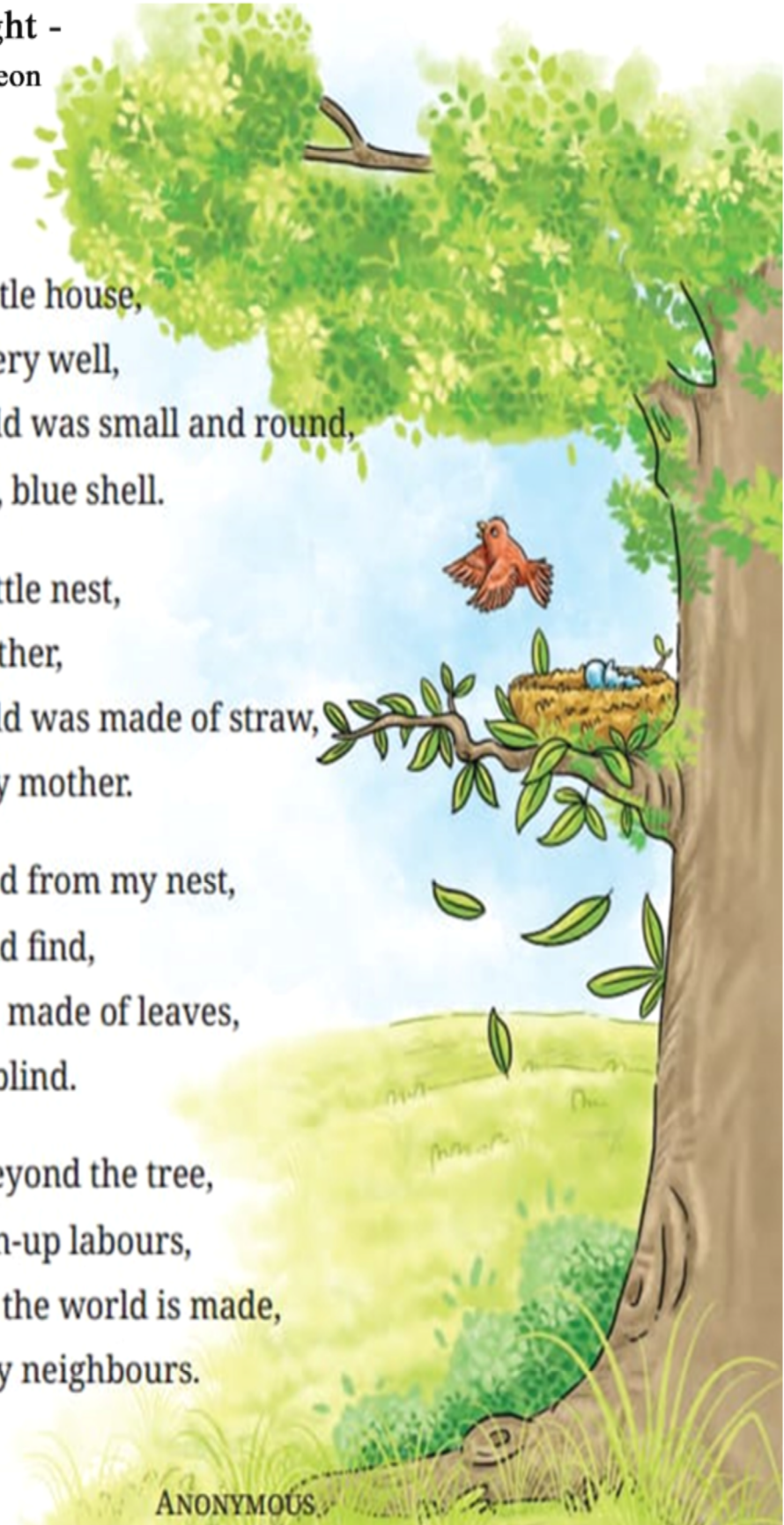
I lived first in a little house,  
And lived there very well,  
I thought the world was small and round,  
And made of pale, blue shell.

I lived next in a little nest,  
Nor needed any other,  
I thought the world was made of straw,  
And nestled by my mother.

One day, I fluttered from my nest,  
To see what I could find,  
I said the world is made of leaves,  
I have been very blind.

At length I flew beyond the tree,  
Quite fit for grown-up labours,  
I don't know how the world is made,  
And neither do my neighbours.

ANONYMOUS

A colorful illustration of a tree with a bird's nest. The tree has a thick brown trunk and lush green foliage. A small brown bird is perched on a branch near a nest made of straw, which contains two blue eggs. Another brown bird is shown in flight above the nest. The background features a bright blue sky and a green, grassy field at the base of the tree.

## কানকাটার ছড়া - সলিল চৌধুরি

কানপুরেতে একানডের মস্ত বড় মকান  
হরেক রকম কানের সেথা কানোহারী দোকান  
কান-পাতলা সেখানে যায় কিনতে মোটা কান  
কানে খাটো কিনে আনে লম্বা দেখে কান  
কানাঘুষো যা কিছু হয় যত কানাকানি  
সব কিছু সেই একানড়ে করেছে আমদানি

তখনও দেশ হয়নি স্বাধীন, মন্ত্রী ছিলেন 'ডানকান'  
একবার কানপুরে এলেন কিনতে তাঁর বাঁ-কান  
একানড়ে বললে—দেখুন সময় দিতে হবে  
মন্ত্রীর কান আনতে গেলে দিল্লি যেতে হবে

এই না বলে একানড়ে দিল্লি দিল হাঁটা  
ছ'দিন পরে ফিরে এল চক্ষু ভাঁটাভাঁটা  
বল্লে কেঁদে—নির্ন ফিরিয়ে এ্যাডভান্স টাকাটা  
দিল্লি গিয়ে দেখি ওদের সবার দু'কান কাটা ॥



## গাছকে বাঁচাও

গাছপালারা বাঁচে এবং  
বাঁচিয়ে রাখে প্রাণ  
গাছ বাঁচাতে তাই পরিবেশ  
বাঁচাও অভিযান।

সূর্য যদি প্রাণের উৎস  
বৃক্ষ প্রাণের পুষ্টি  
গাছ ডাকে তাই মেঘের থেকে  
ঝরে জলের বৃষ্টি।

ভিজে মাটির নরম বৃকে  
প্রাণ করে টলমল  
গাছে-পাতায় ফুল ফোটে আর  
ফুল থেকে হয় ফল।

গাছপালাদের বাঁচিয়ে রাখো  
ফুল পাখি বন নদী  
অজ্ঞানতায় অসাবধানে  
ধ্বংস করি যদি

মরুভূমির মধ্যে প্রাণী  
কোথায় করবে বাস  
মেরুদেশের বরফ গলে  
ঘটবে জলোচ্ছ্বাস!

ধ্বংস হবে এই পৃথিবীর  
শীত ও তাপের সাম্য  
ভাবো তো, কী ভীষণ, সে কি  
মানুষজাতির কাম্য!



## VISION

BY JESSIE B. RITTENHOUSE

I came to the mountains for beauty  
And I find here the toiling folk,  
On sparse little farms in the valleys,  
Wearing their days like a yoke.

White clouds fill the valleys at morning,  
They are round as great billows at sea,  
And roll themselves up to the hill-tops  
Still round as great billows can be.

The mists fill the valleys at evening,  
They are blue as the smoke in the fall,  
And spread all the hills with a tenuous scarf  
That touches the hills not at all.

These lone folk have looked on them daily,  
Yet I see in their faces no light.  
Oh, how can I show them the mountains  
That are round them by day and by night?

*weareteachers.com*



মানুষ

সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ  
তার স্বাধীনতা হারিয়েছে।  
তাকে শাসন করে আসছে  
প্রথা, রীতি, নীতি, ধর্ম, মতবাদ  
ইত্যাদির মুখোশপরা শাসকগোষ্ঠী।  
যতবার সে মাথা তুলে বিপ্লব করেছে  
ততবারই সেই বিপ্লবের নেতারা  
মতবাদের ধ্বজা উড়িয়ে  
আবার তাকে বেঁধে ফেলেছে।  
'ব্যক্তি' বারবার 'যৌথ' নামক  
হাজার মাথার হাত পা-ওয়লা  
আদিম এক জানোয়ারের কাছে  
হার মেনে দাসত্ব করে এসেছে।

এর থেকে মুক্তি পেতেই বোধহয়  
বুদ্ধ যিশু চৈতন্যরা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন  
কিন্তু শাসকরা তাঁদের পিছু ছাড়েনি  
তাঁদেরই গুরু বানিয়ে  
ধর্মমতের ধ্বজা উড়িয়ে  
আবার তারা মানুষকে বেঁধে ফেলেছে  
তার ফলে বুদ্ধের বৌদ্ধত্ব  
যিশুর যিশুত্ব বারবার হার মেনে এসেছে।

তবু একটা কথা মানুষ যুগযুগ ধরে

প্রমাণ করে এসেছে  
মতবাদ ধর্ম রীতি নীতি প্রথা  
এ সবার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে  
অনেক বড় সে

তাই ফ্যাসিবাদের মতো ঘৃণ্যতম মতবাদের  
মধ্যে দিয়েও দেখি ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক  
আণবিক বিজ্ঞানের জন্ম দিচ্ছে  
অস্তরীক্ষ জয় করার বুনিয়াদ তৈরি করছে  
মতবাদ মানুষের সৃষ্টি—  
মানুষ তার সৃষ্টির চেয়ে মহত্তর।

আমরা যতক্ষণ সচেতনভাবে শ্বাস টানি  
তার প্রতি মুহূর্ত কাটে আমাদেরই  
সৃষ্ট বন্ধন থেকে  
মুক্তির আশ্রয় প্রচেষ্টায়  
যুগযুগ ধরে সঞ্চিত আবর্জনার  
নিচে চাপা থেকে একটু মুক্ত বাতাস  
সেবনের আকাঙ্ক্ষায়।



## দেশলাই কাঠি

আমি একটা ছোট দেশলাইয়ের কাঠি  
এত নগণ্য, হয়তো চোখেও পড়ি না :  
তবু জেনো  
মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—  
বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস;  
আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি।

মনে আছে সেদিন হুলস্থূল বেধেছিল?  
ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন—  
আমাকে অবজ্ঞাভরে না-নিভিয়ে ছুড়ে ফেলায়!  
কত ঘরকে দিয়েছি পুড়িয়ে,  
কত প্রাসাদকে করেছি ধূলিসাৎ  
আমি একাই—ছোট একটা দেশলাই কাঠি।

এমনি বহু নগর, বহু রাজ্যকে দিতে পারি ছারখার করে  
তবুও অবজ্ঞা করবে আমাদের?  
মনে নেই? এই সেদিন—  
আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই বাস্কে;  
চমকে উঠেছিলে—  
আমরা শুনেছিলাম তোমাদের বিবর্ণ মুখের আর্তনাদ।

আমাদের কী অসীম শক্তি  
তা তো অনুভব করেছ বারংবার;  
তবু কেন বোঝো না,  
আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে পকেটে,  
আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব  
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে—দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়—  
তা তো তোমরা জানেই!  
কিন্তু তোমরা তো জানো না :  
কবে আমরা জ্বলে উঠব—  
সবাই—শেষবারের মতো ॥



## Classes IX to XII, Group – D

### THE LIVING GOD

(Written to an American friend from Almora,

9th July, 1897.)

He who is in you and outside you,  
Who works through all hands,  
Who walks on all feet,  
Whose body are all ye,  
Him worship, and break all other idols !

He who is at once the high and low,  
The sinner and the saint,  
Both God and worm,  
Him worship—visible, knowable, real,  
omnipresent,  
Break all other idols !

In whom is neither past life  
Nor future birth nor death,  
In whom we always have been  
And always shall be one,  
Him worship. Break all other idols !

Ye fools ! who neglect the living God,  
And His infinite reflections with which the world is full.

While ye run after imaginary shadows,  
That lead alone to fights and quarrels,  
Him worship, the only visibel !  
Break all other idols !

এক গুচ্ছ চাবি

উত্তরাধিকার সূত্রে  
পেয়েছি শুধু এক গুচ্ছ চাবি  
ছোট-বড় মোটা-বেঁটে  
নানারকমের নানা ধরনের চাবি  
মা বললেন, যত্ন করে তুলে রেখে দে...

তারপর যখন বয়স বাড়ল  
জীবন এবং জীবিকার সন্ধানে  
পথে নামতে হলো  
পকেটে সম্বল শুধু সেই এক গুচ্ছ চাবি  
ছোট বড় মোটা বেঁটে  
নানারকমের নানা ধরনের চাবি...

কিন্তু যেখানেই যাই  
সামনে দেখি প্রকাণ্ড এক দরজা  
আর তাতে ঝুলছে  
প্রকাণ্ড এক তালা  
পকেট থেকে চাবির গুচ্ছ বের করি  
এ চাবি সে চাবি  
ঘোরাই ফেরাই—লাগেনা—খোলেনা  
শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরি—  
মা দেখেন আর হাসেন  
বলেন—‘ওরে তোর বাবার হাতেও  
ঐ চাবি দিয়ে ঐ দরজাগুলো খোলেনি—  
গুনেছি নাকি তাঁর বাবার হাতে ঝুলত...’

আসল কথা কি জানিস?  
এ সব চাবি হল  
সততার সত্যের যুক্তির নিষ্ঠার  
কবিতা সংগ্রহ

আজকাল আর ঐ চাবি দিয়ে  
এসব দরজাগুলো খোলেনা...

তবুও তুই ফেলে দিস্না  
তুইও যখন চলে যাবি  
তোর সন্তানদের হাতে দিয়ে যাস  
এসব চাবির গুচ্ছ—  
হয়তো তাদের হাতে  
হয়তো কেন নিশ্চয়ই তাদের হাতে একদিন  
ঐসব সততার সত্যের যুক্তির নিষ্ঠার চাবি দিয়ে  
জীবনের বন্ধ দরজাগুলো  
খুলে যাবে—খুলে যাবেই...

## যমুনাবতী

*One more unfortunate*

*Weary of breath*

*Rashly importunate*

*Gone to her death.—Thomas Hood*

নিভস্ত এই চুল্লিতে মা

একটু আগুন দে

আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি

বাঁচার আনন্দে!

নোটন নোটন পায়রাগুলি

খাঁচাতে বন্দী

দু-এক মুঠো ভাত পেলে তা

ওড়াতে মন দি'।

হায় তোকে ভাত দিই

কী করে যে ভাত দিই হায়

হায় তোকে ভাত দেব

কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়

নিভস্ত এই চুল্লি তবে

একটু আগুন দে—

হাড়ে'র শিরায় শিখার মাতন

মরার আনন্দে!

দু-পারে দুই রুই কাৎলার

মারণী ফন্দি

বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার

মৃত্যুতে মন দি'।

বর্গি না টর্গি না, যমকে কে সামলায়!

ধার-চকচকে থাবা দেখছ না হামলায়?

যাসনে ও-হামলায়, যাসনে ॥

কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না-  
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না-  
চলল মেয়ে রণে চলল।

বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র বানঝান করে না, জানল না কেউ তা  
চলল মেয়ে রণে চলল।

পেশির দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে  
চলল মেয়ে রণে চলল।

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল

মৃত্যুরই গান গা-

মায়ের চোখে বাপের চোখে

দু-তিনটে গঙ্গা।

দূর্বাতে তার রক্ত লেগে

সহস্র সঙ্গী

জাগে ধক ধক, যজ্ঞে ঢালে

সহস্র মণ ঘি!

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে

যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে

বিষের টোপর নিয়ে।

যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে

দিয়েছে পথ, গিয়ে।

নিভস্ত এই চুল্লিতে বোন আগুন ফলেছে!